তাকওয়া

মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন

ড. উমর সুলাইমান আশকার রহিমাহুল্লাহ

ভাষান্তর

মুহিববুল্লাহ খন্দকার

সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

আয়ান
প্রকাশন

তাকওয়া : মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন

ড. উমর সুলাইমান আশকার রহিমাহুল্লাহ

সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব
আয়ান টিম

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
দোকান নং : ১১৯, ১ম তলা, গিয়াস গার্ডেন
বুক্স কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৯-৭২৪৩০৯২৯, ০১৬-৩২৪৩০৯২৯

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ

মূল্য ৩২০ (তিনশত বিশ) টাকা মাত্র

নাজ SHOP
রকমারি, ওয়াফি-লাইফ, রুহামা শপ, রাইয়ান শপ, সিগনেচার অফ নূর, মাকতাবাতুল ক্বলব, আলাদা বই, উপকুল শপ, বই বাজার, সিয়ান বুক শপ, কিতাব ঘর, বইকেন্দ্র, আর কে বুক শপ, মানজিল, ইখলাস শপ।

উৎসর্গ

আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাকি হওয়ার
তাওফিক দিন

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ১০
লেখকের জীবনবৃত্তান্ত ১২
লেখকের ভূমিকা ১৫

প্রথম আলোচনা ২০

তাকওয়ার পরিচয় ২০
তাকওয়া ও কুরআন মাজিদ ২৪
তাকওয়ার স্থান হল হৃদয় ২৯
তাকওয়া : ইবাদতের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩২
মুত্তাকিদের পরিচয় ৩৫
তাকওয়া : পরকালের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ৪০

দ্বিতীয় আলোচনা ৪১

আল্লাহ-কে ভয় করা ৪১

তৃতীয় আলোচনা ৪৩

কালিমাতুত তাকওয়া ৪৩
কালিমাতুত তাকওয়াহ-এর ফযিলত ৪৫
কালিমা তাইয়িবা তথা পবিত্র বাক্যই হল তাকওয়ার কালিমা ৪৯

চতুর্থ আলোচনা ৫২

তাকওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় ৫২

পঞ্চম আলোচনা ৫৭

যেসব বিষয় থেকে দূরে থাকা আবশ্যক ৫৭

ষষ্ঠ আলোচনা ৬২

তাকওয়া অর্জনের পদ্ধতি ও মাধ্যম ৬২
কীভাবে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হবে? ৬৩

সপ্তম আলোচনা ৮৫

ইসলাম ও মুসলমানদের তাকওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ ৮৫
ইসলামপন্থিদের তাকওয়ার বিশেষ গুরুত্বারোপ ৮৫
পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার আদেশ করেছেন ৮৬
সকল নবি রাসুলগণই স্ব-স্ব উম্মতকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন ৮৭
এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য বেশি বেশি অসিয়ত করেছেন ৮৯
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিয়ত ৯০
তাকওয়ার ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য ৯৬
তাকওয়ার ব্যাপারে কবিদের উপদেশাবলী ১০০

অষ্টম আলোচনা ১০২

নিজেকে গুনাহ থেকে মুক্ততার ঘোষণা থেকে বিরত থাকা ১০২

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই। যিনি তাঁর নাজিলকৃত বিধানাবলির মাধ্যমে নিজ বান্দাদের পরীক্ষা করেছেন। যেন তিনি জানতে পারেন তাদের মধ্য থেকে কে মুত্তাকি।

সালাত ও সালাম মুত্তাকিদের ইমাম, মানবতার নেতা ও পথিকৃৎ, প্রশংসিত মর্যাদার অধিকারী, সুউচ্চ মর্যাদাবান নবি যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষার পাত্র। কিয়ামত দিবসে মহা সুপারিশের অধিকারী এবং যিনি মাকামে মাহমুদ তথা প্রশংসিত স্থানের মালিক হবেন। যে সুউচ্চ স্থান একমাত্র তারই জন্য নির্ধারিত থাকবে।

সালাত ও সালাম মুত্তাকি ও সাহাবাদের প্রতি যারা তাকওয়ার উপর একনিষ্ঠ দীনের ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর ফলে তারা হয়ে উঠেছেন সঠিক পথের ইমাম ও অন্ধকার রাত্রির আলোকিত তারা। আর সেসব লোকেদের ওপরও সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক; যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। কিয়ামত অবধি আগমনকারী লোকেদের প্রতিও সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক যারা তাঁদের অনুসরণ করবে।

তাকওয়া এর শিরোনামে কলম ধরার মূল কারণ হল, এ বিষয়টি অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক এবং সকল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়।

আমার পুরো চেষ্টা-মেহনত ও তথ্যানুসন্ধান নিম্নবর্ণিত ১৫ টি আলোচনায় বিভক্ত—

(১) প্রথম আলোচনায় তাকওয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখেছি। পাশাপাশি মুত্তাকি ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুরআন মাজিদে যতগুলো আয়াত রয়েছে তার সবগুলোকে একত্রিত করে দিয়েছি এবং শেষে তাকওয়া অর্জনের মৌলিক নীতি ও

তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছি।

(২) দ্বিতীয় আলোচনায় ভয় পাবার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছি। তিনিই এই অধিকার রাখেন। তাকে ব্যতীত আর কাউকে ভয় করা যাবে না।

(৩) তৃতীয় আলোচনায় 'তাকওয়া' শব্দের ভিত্তি ও আসল উৎপত্তিস্থল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে তাকওয়ার পরিচয় ও তার ফযিলতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআনুল কারিমে 'কালিমা তাইয়িবা' দ্বারা মূলত 'তাকওয়া'ই উদ্দেশ্য।

(৪) চতুর্থ আলোচনায় যে সকল জিনিস থেকে বাঁচতে হবে এবং যে সব বিষয় অবলম্বন করলে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহকে ভয় করা যাবে সে সব বিষয়ে আলোচনা করেছি।

(৫) পঞ্চম আলোচনায় সে সকল নিষিদ্ধ বিষয়ের আলোচনা যেগুলো থেকে বিরত থাকা আমাদের সকলেন জন্য একান্ত কাম্য।

(৬) ষষ্ঠ আলোচনায় যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমাদের অন্তর তাকওয়া দিয়ে আলোকিত হবে সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। যে সব বিষয় অবলম্বন করলে তাকওয়া অর্জিত হবে উদাহরণতঃ আল্লাহ তাআলার সঠিক মারেফত লাভ। কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত না করা। একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করা। তাঁর সৃষ্টিজীব নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করা। কবরে একাকীত্বের ব্যাপারে বর্ণিত কুরআন সুন্নাহর দলিল প্রমাণাদি বোঝা। কিয়ামতের ভয়াবহতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা। বেশি বেশি মহান আল্লাহর যিকির করা এসব মাধ্যম অবলম্বন করে আমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারি।

(৭) সপ্তম আলোচনায় ইসলাম ও মুসলমানদের নিকট তাকওয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার

প্রথম আলোচনা

তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থসমূহ

ইবনু আরাবি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, تقية-تقاة এবং تقوى একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (লিসানুল আরব : ৩/৯৭১-৯৭৩)

ইবনু মানযুর বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেন,

وقاه الله وقيا ووقاية এর অর্থ হল صانه অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে হিফাজত করেছেন। তাকে বাঁচিয়েছেন। উদাহরণতঃ আপনি যখন বলবেন, وقيت الشيء أقيه (আমি অমুক জিনিসকে সংরক্ষণ করে নিয়েছি।) অর্থাৎ তাকে কষ্ট থেকে বাঁচালাম এবং তার সংরক্ষণ করলাম। توقى এবং اتقى এর অর্থ একই। الوقاء- الوقاية এর ব্যবহার তখন হয় যখন আপনি কোন জিনিসের হেফাজত করেন। যেমন উক্তি আছে—

وقاك الله شر فلان وقاية

> আল্লাহ তাআলা তোমাকে অমুক ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমাকে হেফাজত করেছেন

আবু বকর বলেন, رجل تقي (পরহেযগার ব্যক্তি।) এর বহুবচন أتقياء আসে। এর অর্থ হল—সে নিজের নফসকে নেক-আমলের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং আযাব থেকে বাঁচিয়েছে।

সাহাবাগণ বলেছেন,

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم

'লড়াই যখন তুমুল পর্যায়ে চলে যেত এবং লোকেরা একে অপরের সামনে এসে যেত—তখন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঢাল বানিয়ে নিতাম।' (আল-মুসনাদ, আহমাদ : ১৩৪৭)

অর্থাৎ—আমরা নিজেদেরকে সামনে থেকে বাঁচানোর জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঢাল বানিয়ে নিতাম। অতঃপর তাঁর আড়ালে থেকে শত্রুর উপর হামলা করতাম। এভাবেই আমরা তাঁর পিছনে থাকতাম।

আফনুন তাগলিবি তার কবিতার মাধ্যমে বলেন,

لَعَمْرُكَ ما يدري الفتى كيفَ يتّقي إذا هوَ لمْ يجعلْ لهُ اللهَ واقيا

'তোমাকে জীবনদানকারীর কসম! যে যুবক আল্লাহ তাআলাকে ঢাল না বানায়, আমি জানি না সে যুবক নিজের হেফাজত কীভাবে করবে!'

তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ

আবদুল্লাহ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল—আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর আদেশসমূহের অনুসরণ করা। নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। তাঁর নিয়ামাত অর্জনের আশা। তাঁর সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করা। আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালবাসা। (আল-মাজাল্লাতুল বুহুসুল ইসলামিয়াহ, রিয়াদ, ৫০৯ সংখ্যা)

শরয়িভাবে এটি হল তাকওয়ার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা। অতএব, তাকওয়া অর্জিত হবে মহান আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে ও শরিয়তের আবশ্যকীয় ও মুস্তাহাব আমলসমূহ করা এবং শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় আমলগুলো পরিহার করার মাধ্যমে।

নেই। যেমন আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

"তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদিও তা খেজুরের সামান্য অংশ দ্বারা সম্ভব হয়।" (আস-সহিহ, আল-বুখারি : ১৪১৭, সহিহ মুসলিম : ১০১৬)

তাকওয়ার স্থান হল হৃদয়

পূর্বে সে সব আমলগুলো আলোচনা করা হয়েছে—যেগুলোর আদেশ আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে দিয়েছেন, যেন সেগুলোর মাধ্যমে তারা খোদাভীরু ও পরহেযগার হয়ে যায়। আর এই সকল আ'মাল যেমন—সালাত, যাকাত, সবর, অঙ্গীকার রক্ষা করা ইত্যাদি তখনই পালন করা সম্ভব হবে, যখন আল্লাহর ভয়, তাঁর মহত্ব ও বড়ত্ব এবং তাঁর জন্য সম্মান বান্দার অন্তরে বদ্ধমূল হবে।

যদি অন্তরের নিয়ত অনুসারে আমল করা না হয়ে থাকে, তাহলে তাকওয়া অর্জিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যে ধন-সম্পদ খরচ করে, কিন্তু সে ঐ আমল-এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না, অনুরূপভাবে লোক-দেখানো সালাত[১] আদায় করে, নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য কিংবা মান-মর্যাদার জন্য অঙ্গীকার পুরা করে, তাহলে এমন আমলের মাধ্যমে সামান্যতম তাকওয়াও অর্জিত হতে পারে না। কেননা তাকওয়ার আসল স্থান হল অন্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১. যেমন বর্তমান সমাজের মাদবর প্রকৃতির লোকেরা। যারা দীন ধর্ম পালন করে কেবলই স্বার্থসিদ্ধির জন্য, হজ করে নাম কামানোর জন্য। মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য। -অনুবাদক।

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তা জানেন যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে।'(সূরা মায়িদা : ৭)

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করে ঘোষণা করছেন যে, তাদের অন্তরের মাঝে গোপন রহস্য ও সুক্ষ্ম কথা রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও তিনি অবগত।

আর সেসব আমলগুলো করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যেগুলো বান্দার অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে।

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"তোমরা একে অপরে হিংসা করো না। একে অপরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না। একে অপরের পিছনে দোষ খোঁজার জন্য লেগে থেকো না। তোমাদের কেউ যেন অপরের দরদামের মধ্যে দরদাম না করে। আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না। তাকে বিপদে একা ছেড়ে দিবে না। তাকে অবজ্ঞা করবে না। একজন ব্যক্তির জন্য কঠিনতম অন্যায় হচ্ছে যে, সে তার মুসলিম

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।'(সূরা আহযাব : ৭০)

মুত্তাকিদের পরিচয়

কুরআনুল কারিমে মুত্তাকিদের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। সংবাদ দিয়েছে তাদের গুণাবলী ও আমলসমূহ এবং তাদের মানহাজ এবং তাদের কার্যক্রম বর্ণনা করে দিয়েছে। আরো বর্ণনা করে দিয়েছে তাদের জন্য নিয়ামাত সমৃদ্ধ জান্নাতকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

মুত্তাকিদের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো—

প্রথমত : আল্লাহ তাআলা বলেন—

الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

'আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকিদের জন্য; যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারাহ : ১-৪)

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের পরিচয় তুলে ধরছেন।

করতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন সেই সকল নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে, এবং যেসব কাজগুলো পালন করতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান করে।

তাকওয়া : পরকালের শ্রেষ্ঠ পাথেয়

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে আমাদের পরকালীন সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। আর বলে দিয়েছেন যে, আখিরাতের জন্য আমরা যা পাথেয় সংগ্রহ করছি— তন্মধ্যে তাকওয়া-ই হল সর্বোত্তম পাথেয়। মহান আল্লাহ বলেন—

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

'আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। হে বুদ্ধিমানগণ! আর আমাকে ভয় করতে থাক।' (সূরা বাকারাহ : ১৯৭)

বস্তুত তাকওয়া হল, পরকালীন জীবনের জন্য সর্বোত্তম অবলম্বন। সুতরাং যে কিয়ামত দিবসে স্বচ্ছ ইমান, নেক আমল নিয়ে আসবে এবং তার নেক আমল তার বদ আমল থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে মহান অংশ দান করবেন। প্রতিদান দিবসে সে সফলকাম ও সৌভ্যাগ্যবান হবে। বান্দার জন্য আবশ্যক হল দুনিয়া থেকে সফর করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। কেননা কারো জানা নেই কখন মৃত্যু আচমকা চলে আসবে।

تَزَوَّدْ مِنَ التقوى فإنك لا تدري - إذا جَنَّ ليلٌ هل تعيشُ إلى الفجرِ
وكم من صحيحٍ مات من غير علةٍ - وكم من عليلٍ عاش حيناً من الدهرِ

'তুমি তাকওয়াকে পথের পাথেয় বানিয়ে ফেল। তুমি জানো না যে, যখন রাত আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন তুমি ফজর পর্যন্ত জীবিত থাকবে কিনা। কত সুস্থ সবল ব্যক্তি অসুস্থতা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে। আর কত অসুস্থ ব্যক্তিগণ লম্বা সময় জীবিত ছিল।'

দ্বিতীয় আলোচনা

আল্লাহ-কে ভয় করা

আল্লাহ তাআলাই সবচে' বেশী ভয় পাওয়ার যোগ্য। তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

> 'তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।' (সূরা মুদ্দাচ্ছির : ৪৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

> এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল—ভয় পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। আল্লাহকেই ভয় করতে হবে। যদি তুমি অবাধ্যতাও করো, তবুও ক্ষমা করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। তিনিই ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। (উমদাতুল হুফফাজ : ৪/৩৮৪)

বান্দার অন্তরে তাঁরই ভয় থাকতে হবে। আর বান্দা যেন রহমতের আশাবাদী হয় এবং তাঁর শাস্তিকে যেন ভয় পায়। যদি

তৃতীয় আলোচনা
কালিমাতুত তাকওয়া

লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহু হল তাকওয়ার কালিমা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যে সকল সাহাবাগণ অংশগ্রহণ করে ছিলেন তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তারাই 'তাকওয়ার কালিমা'র সাথে জুড়ে গেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের প্রশংসা করে বলেন—

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

'যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিনদের উপর স্বীয় (সাকিনাহ) প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য (তাকওয়ার কালিমা তথা) সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরা ফাতহ : ২৬)

আল্লাহ তাআলার বাণী—

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

'যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত।'

এই বাণী দ্বারা কুরাইশের কাফেরগণ উদ্দেশ্য। যারা অন্তরে গোত্রপূজার জেদ পোষণ করত। সুতরাং সেসময় তারা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথিদেরকে হারামে প্রবেশ না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। যেন তারা উমরা আদায় না করতে পারে। যখন উভয় দলের মধ্যে অঙ্গীকারের শর্তগুলো লেখা হচ্ছিল তখন তারা 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লেখার ব্যাপারে আপত্তি জানাল। তারা 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ' জোর করে লেখিয়ে নিল। তখন সাহাবাগণ তাদের এই আচরণকে নিতান্তই ভারী মনে করলেন। তখনই আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসুল এবং সাহাবাদের উপর সাকিনাহ তথা প্রশান্তি অবতীর্ন করলেন। তাদেরকে তাকওয়ার কালিমার উপর দৃঢ়পদ করলেন। ইসতিকামাত দান করলেন। আর সেটি হল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।

উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার এই আয়াত وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى দ্বারা উদ্দেশ্য হল— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' (আস-সুনান, তিরমিযি : ৩২৬৫)

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন যে, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল—'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই' এর সাক্ষ্য প্রদান করা।' (তাফসির ইবনু কাছির : ৫/৬২৬)

অনুরূপভাবে আলি ও ইবনু উমর এবং তাবেয়িদের মাঝে

চতুর্থ আলোচনা
তাকওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়

তাকওয়া অবলম্বন করা তখনই সম্ভব হবে, যখন সে জানতে পারবে কিসের ভিত্তিতে তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। তাই মুত্তাকি হওয়ার জন্য আবশ্যক হল, কোন-কোন জিনিস থেকে তার বিরত থাকা আবশ্যক; সে সব বিষয়গুলো জেনে নেয়া।

মূলত নেক আমল করা এবং গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার নামই হল—তাকওয়া। যদি মানুষ এটাই না জানে যে, কোন-কোন জিনিস থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক—তাহলে তো সে এমন পরিস্থিতিতে অনেক নেক কাজকে গর্হিত কাজ; আর গর্হিত কাজকে নেক কাজ মনে করতে থাকবে।

বিদআতপন্থীদের মাঝে এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিদআতিগণ অগণিত এমন অনেক কাজ করে থাকে, যার সাথে কুরআন সুন্নাহর কোন সম্পর্ক নেই। কুরআন সুন্নাহর মাঝে তার কোন দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তারা মনে করে থাকে এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। যেমন, খৃষ্টানরা গোসল করে না। ইস্তেঞ্জাও করে না। এমনকি পবিত্র কাপড় পরিধান করার গুরুত্বও দেয় না। তাদের বড় বড় বিদ্বানরা বিবাহকে ঘৃণা করে আর ধারণা করে যে, এসব আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহর

নৈকট্য অর্জন করছে।

তাদের দেখাদেখি উম্মতে মুসলিমার আবেদ ও জাহেদ নামী লোকেরাও নাসারাদেরকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে নিয়েছে। আর ব্যাপারটা এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ ইদের দিনটিকেও রোনাজারি ও শোকের দিন মনে করে। কতক মূর্খ ও অজ্ঞ লোক তো নিজের পিতার মৃত্যুর দিবসেও খুশি ও রিল্যাক্স করার দিন হিসেবে অতিক্রান্ত করে। তারা তাদের বাপ-দাদার মৃত্যুদিবস উপলক্ষে মাহফিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। যেন অংশগ্রহণকারী সকলকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এই সবকিছু শয়তানি ওয়াসওয়াসা।

আল্লামা হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহু লিখেন—

"তাকওয়া হল মূলভিত্তি ও বুনিয়াদ। বান্দার উচিত হল কোন আমলসমূহ এবং কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা অবগত হওয়া। আর যখন অবগতি লাভ হয়ে যাবে তখন আবশ্যক হল তা থেকে তাকওয়া অবলম্বন করা।

আওন ইবনু আবদুল্লাহ বলেন—'তাকওয়ার পূর্ণতা এভাবে হয় যে, বান্দা যে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন হয় সেগুলোর মাধ্যমে অজানা বিষয়ের জ্ঞানও অর্জন হয়ে যায়।'

তাকওয়া সম্পর্কে বকর ইবনু খুনাইস রাহিমাহুল্লাহু থেকে মারুফ কারখি বর্ণনা করে বলেন—'সেই ব্যক্তি কীভাবে মুত্তাকি হতে পারে, যার এই জ্ঞান নেই যে, কীসের ভয় করতে হবে এবং কীসের থেকে বেঁচে থাকতে হবে?' তারপর মারুফ কারখি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালভাবে তাকওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সুদ খেতে থাকবে। গায়রে মাহরাম মহিলার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারবে না।'

যদি তুমি তাকওয়ার ব্যাপারে অবগত না হও, তাহলে

পঞ্চম আলোচনা
যেসব বিষয় থেকে দূরে থাকা আবশ্যক

মূলত তাকওয়া হল—আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের আদেশাবলির বাস্তবায়নের মাধ্যম। আর হারাম সমূহ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নামই হল তাকওয়া। হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু কিছু হারামকৃত বিষয়ের আলোচনা করেছেন। সেগুলোর কতিপয় এখানে আলোকপাত করা হলো:

(১) কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

কুফর ও শিরককে অস্বীকার ও তার থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে হল, তাকওয়া অবলম্বন করা। বান্দার উপর সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হল সে আল্লাহর সাথে কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকবে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনাকৃত পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে সে তার প্রকৃত মালিকের দীন, তার সাথে সাক্ষাত, তার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি এবং তাঁর ব্যাপারে রাসুলদের বর্ণনাকৃত সংবাদগুলোকে কখনো অস্বীকার করবে না।

(২) বিদআত পরিহার করার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করা।

রাসুলগণ যে সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন সেগুলোর বিপরীত

নবম আলোচনা
তাকওয়া ও সবর

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, সবর করে, নেক আমল করে এবং হারাম বিষয়াদী পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাআলা তার আমলকে নষ্ট করবেন না। আর সে আবশ্যিকভাবে অবিচলতার নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। কারণ যে ব্যক্তি সবর করে না সে ইবাদতসমূহকে তার হকসহ আদায় করতে পারে না। আল্লাহ রাস্তায় জিহাদও করতে পারে না। তাই তো আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের এক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুত্তাকি ও ধৈর্যশীল বান্দাদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় অবশ্যই সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলার বাণী—

بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

> 'অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতাকে তোমাদের সাহায্যে পাঠাবেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১২৫

আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَإِنَّ الظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

'অবশ্যই জালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ তাআলা হলেন মুত্তাকিদের বন্ধু।' (সূরা জাছিয়াহ : ১৯)

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা ব্যতীত মুত্তাকিদের আর কোন অলি ও অভিভাবকও নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

'তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না-যেন তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।' (সূরা আনআম : ৫১)

আর এই পরিচিতি আল্লাহর অলি ও বন্ধুদের জন্য যার উপর আল্লাহর নস প্রমাণ করছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ-الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

'মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই, না তারা চিন্তান্বিতও হবে। যারা ইমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে।' (সূরা ইউনুস : ৬২-৬৩)

এটি প্রমাণ করে যে, প্রতিটি মুমিন ব্যক্তিই মুত্তাকি। কেননা সে আল্লাহর অলি। এটি আরো প্রমাণ করে যে, কতক মুসলিম ভ্রান্তদের ভ্রষ্টতার পরিধির ব্যাপারে। যারা নিজেদেরকে মুর্খদের নিকট অলি দাবি করে। যাদের আকিদা ও শরিয়ার জ্ঞান নিতান্তই কম। তাদের বেশিরভাগই এ দু'টি বিষয়ে অবগত নয়। এমনকি তাদের কেউ কেউ তো এটাও জানে না যে, কীভাবে সালাত আদায় করবে। কিভাবে অজু করবে। সর্বদা নাপাক ও নর্দমা

কেউ কাফের। কেউ ফাসিক। কেউবা সাধারণ পাপী। আবার কেউ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ত্রুটিকারী মুমিন। অলৌকিক কোন বিষয় মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো থেকে প্রকাশ পেলে— বুঝতে হবে তাতে শয়তানের প্রভাব রয়েছে। মুমিন ব্যক্তি থেকে এ অলৌকিক বিষয়টি প্রকাশ পেলে, একে কারামত বলা হয়। আর এ বিষয়টি আল্লাহ তাআলার নিকট সম্মানিত হওয়ার কোন মানদন্ড নয়। এমন অলৌকিক বিষয় শিরক এর মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন তারকাপূঁজার মাধ্যমে। ইসা মাসিহ, উযাইর আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবিদের ইবাদত করার মাধ্যমে। জীবিত ও মৃত শায়খদের পূঁজা করার মাধ্যমে। এবং মূর্তিপূঁজা করার মাধ্যমে। এ জাতীয় আরো অন্যান্য শিরকের মাধ্যমে সে সব অলৌকিক বিষয় সংঘটিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে শিরকের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া এসব অলৌকিক বিষয় কারামত নয় বরং তা শয়তানি কাজ। অথবা এর পিছনে শয়তানের সাহায্য রয়েছে। এগুলো কারামত নয় বরং এগুলো হল শয়তানি কাজ।

আল্লাহ তাআলার বাণী—

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ-- تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

> 'আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগারের উপর।' (সূরা শুআরা : ২২১-২২২)

শয়তানরা অনেক সময় মানুষকে হত্যা করে ফেলে। অনেক সময় অসুস্থ করে ফেলে। আবার কখনো মানুষের কাছ থেকে চুরি করা জিনিস নিয়ে উপস্থিত হয়। কখনো তাদের অর্থ সম্পদ, কখনো খাদ্য কখনো আবার পানীয় অথবা পোশাক ইত্যাদি নিয়ে আসে। এ জাতীয় আরো অনেক কাজ করে থাকে। যে ব্যক্তি এ ধরণের অস্বাভাবিক ঘটনা অস্বীকার করে, সে অস্তিত্বের ব্যাপারে অজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি শাইতানের এ কাজ-কর্মের ব্যাপারে এই